মেহেরপুর ভৈরব নদে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর এর উদ্যোগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় অভ্যন্তরীণ, জলাভূমি, বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত, প্লাবনভূমি, প্রাতিষ্ঠানিক জলাশযয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর ভৈরব নদের পন্ডের ঘাট এলাকায় জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান উপস্থিত থেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

এসময় তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলার একমাত্র প্রাণকেন্দ্র ভৈরব নদী যেখানে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় মাছ পাওয়া যায়। এই নদীকে কেন্দ্র করে অনেকের সংসার চালে। তাই আজ ভৈরব নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ করা হয়।

এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, মৎস্যজীবী প্রতিনিধি সাদিক হোসেন বাবুল প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

শৈলকুপায় ব্রীজের অভাবে ৫০ গ্রামের মানুষের দূর্ভোগ

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার কুমার নদের নাগিরাট ঘাটে একটি ব্রীজের অভাবে ৫০ গ্রামের মানুষের দূর্ভোগ দেখা দিয়েছে। এক সময় নদী কেন্দ্রিক ব্যবসা বন্দর ছিল নাগিরাট বাজার।

নদের নাব্যতা সংকট ও একটি ব্রীজের অভাবে নাগিরাট বাজার তার যৌবন হারিয়েছে। এখানে একটি ব্রীজ এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী। নাগিরাট বাজারে একটি ব্রীজ নির্মাণ হলে এলাকার অর্থনৈতিক

উন্নয়নসহ জনগণের দূর্ভোগ কমবে বলে এলাকাবাসীরা দীর্ঘ দিন দাবী জানিয়ে আসছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, নাগিরাট বাজারে বর্তমানে একটি খেয়া ঘাট রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে জনসাধারন নদী পারাপারের জন্য নৌকা থাকলেও বর্তমানে পানি কম থাকার কারনে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সহ এলাকাবাসী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বর্তমানে বাঁশের সাকো দিয়ে নদী পারাপার হচ্ছে।

বর্ষা মৌসুমে পানিতে নদী পরিপূর্ণ হলে খেয়া নৌকা ছাড়া পার হবার কোন উপায় থাকেনা।

প্রতি দিন এই ঘাট দিয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরাসহ হাজার হাজার জনসাধারন নদী পার হয়। ইতি পূর্বে এই ঘাট দিয়ে খেয়া নৌকা পার হতে গিয়ে মৃত্যেুর ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার।

জনসাধারণের মালামাল নিয়ে পার হতে হিসশিম খেতে হয়, রীতিমত গলার কাটা হয়ে দাড়িয়েছে ঘাটটিতে ব্রীজ না থাকায় ।এই ঘাট দিয়ে নদীর উত্তরে দামুকদিয়া, মাধবপুর, দোহা-নাগিরাট, শিতালী, দলিলপুর, আওদা, কমলনগর, বগুড়া, লাঙ্গলবাঁধ, নন্দিরগাতি, ধাওড়া, ধলহরাচন্দ্র চরধলহরা, বরিয়া, ছাঁইভাঙ্গা, কুশবাড়িয়া, পাইকেনপাড়া সহ আরো বেশকিছু গ্রাম এবং দক্ষিণে রয়েড়া,আড়-য়াকান্দি, ভান্ডারীপাড়া, বকশীপুর, শেখড়া, গোপালপুর, বাগুটিয়া, নাকোইল, ফলিয়া, রঘুনন্দনপুর, আশুরহাট, মনোহরপুর, নিত্যানন্দপুর, সাবাসপুর, হাটফাজিলপুর সহপ্রায় ৫০ গ্রামের লোকজন পার হয়।

ব্রীজ না থাকায় পণ্য পরিবহন ব্যয় বেড়েছে, ১ মণ মালামাল বাজারজাত করতে পরিবহন খরচ হয় ৫০-৬০ টাকা। অথচ ব্রীজ হলে তা ২০ টাকায় বাজারজাত করা সম্ভব বলে মনে করেন ভুক্তভোগীরা।

নাগিরাট গ্রামের মো: নজরুল ইসলাম বলেন, কৃষি অধ্যুষিত প্রায় ৪০-৫০ গ্রামের লোকজন চলাফেরা করে এই ঘাট দিয়ে, তাই জরুরী হয়ে পড়েছে নাগিরাট ঘাটে একটি ব্রীজ।

মাধবপুর গ্রামের ডা: মাসুদ ও তাপস বলেন, নাগিরাট বাজারে একটি ব্রীজ এখন সময়ের দাবী। এখানে একটি ব্রীজ হলে অবহেলিত ৪০-৫০ গ্রামের মানুষ উপকৃত হবে।

এব্যাপারে খেয়া ঘাটের দায়িত্বে থাকা মাঝি লাড্ডু কুমার জানান,

তার বাপ দাদারা নৌকায় জনসাধারন কে পারাপার করত আমরা সেটা ধরে রেখেছি। তবে সরকারী ভাবে এ খেয়া ঘাট বন্দোবস্ত নেওয়া হয়না । প্রতিদিন ২/৩শ টাকা আয় হয় তাতে কোন রকম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জীবনযাপন করি।

এলাকাবাসীরা নাগিরাট বাজারের খেয়া ঘাটে একটি ব্রীজ নির্মানের জন্য সরকারের উর্দ্ধোতন কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানান ।

আলমডাঙ্গায় জমে উঠেছে পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের উপস্থিতিতে ব্যাপক জমে উঠেছে পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট।

আলমডাঙ্গা পৌর বাস টার্মিনালে অবস্থিত এই হাটে বেচাকেনা চলে দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতা, বিক্রেতা ও দর্শনার্থী এসে ভিড় জমায় এই হাটে।

শুধু চুয়াডাঙ্গা জেলা নয়, পাশের জেলা মেহেরপুর, কুষ্টিয়া এবং ঝিনাইদহ থেকেও বিক্রেতারা এই হাটে আসেন তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি বিক্রি এবং চাহিদার মধ্যে থাকা কমবাজেটে পুরাতন মোটরসাইকেলটি ক্রয় করার জন্য। এটিই হলো চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রথম ও বৃহত্তম পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট।

মোটরসাইকেল কেনা ও বিক্রি করার পেশায় জড়িয়ে রয়েছেন অনেক ব্যবসায়ী। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মোটরসাইকেল ক্রয় করে এই হাটে নিয়ে আসেন বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। আবার অনেক সময় হাট থেকেও মোটরসাইকেল কিনে থাকেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ব্যক্তিগত মোটরসাইকেলটি বিক্রি করতে এই হাটে আসেন আশেপাশের অনেক জেলার মানুষ। ক্রেতা-বিক্রেতাদের জায়গার সঙ্কুলান না হওয়ার কারণে আশেপাশে জায়গা বাড়ানোর কার্যক্রম শুরু

করেছেন হাট কর্তৃপক্ষ।

হাটে দেশের মানুষের ব্যবহারযোগ্য প্রায় সবধরনের পুরাতন মোটরসাইকেল পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৫০ সিসির মোটরসাইকেল থেকে শুরু করে ১৫০ সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল এই হাটে পাওয়া যায়। হাট কর্তৃপক্ষ ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সব ধরনের সহযোগিতা করে থাকেন।
৩০ টাকার একটি টিকেট নিয়ে হাটে প্রবেশ করতে হয় বিক্রেতাদের।

এরপরে গাড়িটি বিক্রি হলে ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলে গুনতে হয় ১ হাজার টাকা খাজনা। পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট চালু হওয়ার কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই সুবিধা ভোগ করছেন আলমডাঙ্গার এই পুরাতন মোটরসাইকেলের হাটের।

অধিকাংশ পল্লী চিকিৎসকের নেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রায় তিন শতাধিক পল্লী চিকিৎসক রয়েছেন। এদের অধিকাংশেরই প্রাতিষ্ঠানিক কোন সনদপত্র নেই ওষুধ বিক্রয়ের ড্রাগ লাইসেন্স নেই। অনেকে প্রথমে ছোটখাটো ঔষধের দোকান দিয়ে শুরু করে পরে পল্লী চিকিৎসক হয়েছে।

একজন পল্লী চিকিৎসকের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতি থাকলেও ছোট থেকে বড় সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকেন তারা। শিশুসহ বৃদ্ধ যেকোনো বয়সের মানুষের বিভিন্ন সমস্যার জন্য কোন প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ দিয়ে থাকে তারা। নিজেদের সুনাম বৃদ্ধি করতে হরহামেশায় দিয়ে থাকেন এন্টিবায়োটিক ঔষুধ। যাতে করে রোগী সাময়িক উপশম হলেও বিপদের দিকে ধাবিত হয়।

সুধী সমাজ বলছে, এসকল গ্রাম্য চিকিৎসকের উপর নেই কোন প্রশাসনিক নজরদারি। পল্লী চিকিৎসক গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। অনেক সময় রাত্রী বেলা মানুষ একজন পল্লী চিকিৎসকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষ। এই সুযোগে

সাধারণ মানুষের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করছে অনেকে। কারণ তারা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রশিক্ষণ না নিয়েই করে চলেছেন চিকিৎসা। পল্লী চিকিৎসকদের সঠিক পরিসংখ্যান করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান তারা।

পল্লী চিকিৎসকের সনদপত্র প্রাপ্ত কয়েকজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, একজন পল্লী চিকিৎসকের অবশ্যই প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরী। গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রথমেই পল্লী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। ভুল চিকিৎসায় সাধারণ অসুখ থেকে মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে একজন রোগী।

সনদপত্র প্রাপ্ত নয় এমন কয়েকজন পল্লী চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু বই-পুস্তক পড়ে চিকিৎসা করছি। সময় ও সুযোগের অভাবে কোর্স করা হয়নি। খুব দ্রুত প্রশিক্ষণ কোর্স করে নেব।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম জানান, পল্লী চিকিৎসকের এলএমএএফ, ডিএমএস বা আরএমপি করা থাকতে হবে। যাদের পল্লী চিকিৎসকের কোন কোর্স করা নেই তাদের এ পেশায় না থাকাই উচিত। আমরা জানতে পেরেছি অনেকেই পল্লী চিকিৎসকের কোর্স না করেই চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন। খুব দ্রুত তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে মৌমাছির কামড়ে কৃষক আহত

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মৌমাছির কামড়ে আলী হোসেন (৪০) নামের এক কৃষক আহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার সকালে আমঝুপি সাঁকো পাড়া নামক মাঠে এই ঘটনা ঘটে।

আহত আলী হোসেন আমঝুপি সাঁকো পাড়ার ইদ্রীস আলীর ছেলে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় গতকাল কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে মাঠে যান আলী হোসেন। মাঠে কাজ করা অবস্থায় এক পর্যায়ে গাছের

ডালে বসা মৌমাছির চাকে বাঁজ পাখিতে ছো মারে। এমন অবস্থায় ক্ষিপ্ত মৌমাছির দল আলী হোসেন কে আক্রমণ করে। এতে আলী হোসেন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

পরে গ্রাম বাসী তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। বর্তমানে তিনি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এখন তিনি সুস্থ আছেন।

বিএনপির কারও মেয়ের বিয়েও দিতে চাচ্ছে নাঃ কুষ্টিয়ায় মাহাবুব উল আলম হানিফ

কুষ্টিয়া: আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, আওয়ামীলীগ কখনই দলীয় পদ কেনাবেচার রাজনীতি করেনা। এই অভ্যাস আওয়ামীলীগের নেই, এটা বিএনপির কাজ। এই অভ্যাসতো বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান করেছিলেন। উনি যখন দল গঠন করেছিলেন তখন বিভিন্ন দল ভেঙ্গে তার দলে যোগদান করানোর জন্য টাকা দিয়ে কেনাবেচা করেছিলেন।

হানিফ আরো বলেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজেই বলেছেন, বিএনপির এখন এতই দন্যদশা যে, বিএনপি করে এটা শুনলে কেউ মেয়েও বিয়ে দিতে চাচ্ছে না। হানিফ বলেন কর্মকান্ডের কারনে তারা সমাজে এতই অগ্রহনযোগ্য ও এতটাই ঘৃনিত হয়ে গেছে যে, মানুষ তাদের সাথে কোন সর্ম্পকই স্থাপন করতে চায়না। এর জন্য চরম হতাশায় তারা নানান সময়ে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন।
দব্যমূল্য নিয়ে হানিফ বলেন, কোন সিন্ডিকেটের কাছে সরকার জিম্মী হয়নি, সরকার কঠোর অবস্থানে আছে। এই সরকার জনগনের সরকার, জনগনের জন্য যখন যা করার তাই করছে।

আজ শনিবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রোটারি ক্লাব’র আয়োজনে করোনা রোগীদের জন্য আইসিইউ ইউনিটের ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে তিনি

সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। রোটারিয়ান অজয় সুরেকার সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাংসদ ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা প্রশাসন আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার নুরুন-নাহার বেগম, জেলা বিএমএ’র সভাপতি ডাক্তার মুস্তানজিদ। এছাড়াও এ সময় আওয়ামীলীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ফারুক হত্যাকাণ্ডে মামলা দায়ের

মেহেরপুরে শহর সমাজ সেবা অফিসের মাঠকর্মী ফারুক হোসেনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় গতকাল রাত ১২ টা পর্যন্তÍ পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি। তবে অভিযান চলছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে ফারুক হোসেনের স্ত্রী নাজমা খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা বেশ কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। যার নম্বর-২৭।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান,কাউকে আটক করতে না পারলেও পুলিশি তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, গতকাল শুক্রবার বিকালে ফারুক হোসেনের লাশের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে সন্ধ্যার দিকে জানাযা শেষে দাফন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে কয়েকজন সন্ত্রাসী ফারুকে তার বাড়ির কাছের কাছের সড়কে কুপিয়ে হত্যা করে।

পুলিশের সহায়তায় বামন্দীতে সুদ ব্যবসায়ীর খপ্পর থেকে স্ট্যাম্প উদ্ধার

পুলিশের সহযোগীতায় মেহেরপুরের বামন্দীতে সুদ ব্যবসায়ীর খপ্পর থেকে স্বাক্ষর করা স্ট্যাম্প ফিরে পেয়েছে শফিরুল ইসলাম নামের এক নির্মাণ শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে বামন্দী বাজারে। এ সকল সুদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছে এলাকার সাধারণ মানুষ।

গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মন্ডল পাড়ার আঃ রহিমের ছেলে নির্মাণ শ্রমিক শফিরুল ইসলাম জানান, বিপদগ্রস্থ হয়ে দুই বছর আগে প্রতি মাসে লভ্যাংশ হিসেবে সাড়ে চার হাজার টাকার চুক্তিতে নিশিপুর গ্রামের মনার ছেলে বাবলুর কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা গ্রহণ করি। টাকা গ্রহণের আগে একটি সাদা স্ট্যাম্পে কৌশলে স্বাক্ষর করে নেয় সুদ সুদ ব্যবসায়ী বাবলু।

সে অনুযায়ী প্রতি মাসে লাভের টাকা হিসেব করে ৯০ হাজার টাকা প্রদান করেন শফিরুল ইসলাম। সময়মত টাকা না দিতে পারায় প্রায় গালমন্দ সহ হুমকী ধামকী দিতে থাকে সুদ ব্যবসায়ী বাবলু।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ২০ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে স্ট্যাম্প ফেরত দেওয়ার কথা বললে শফিরুল ইসলাম বাবলুকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তুু টাকা পাওয়ার পর স্ট্যাম্প ফেরত না দিয়ে আরো ৫০ হাজার টাকা দাবী করে। নিরুপায় নির্মাণ শ্রমিক শরিফুল ইসলাম বাধ্য হয়ে স্থানীয় বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পে মৌখিক ভাবে জানালে, ক্যাম্পে কর্মরত এ এস আই হেলাল স্থানীয়দের সাথে নিয়ে সুদ ব্যবসায়ীর কবলে থাকা স্ট্যাম্পটি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এএসআই হেলাল জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে চরগোয়াল গ্রামের শফিরুল ইসলাম নিশিপুর গ্রামের মনার ছেলে বাবলুর কাছে তার স্বাক্ষর করা স্ট্যাম্প ফিরিয়ে দিচ্ছে না বলে মৌখিক ভাবে বলেন, সে অনুযায়ী বাবলুর কাছে থাকা স্ট্যাম্পটি ভুক্তভোগী শফিরুলকে ফিরিয়ে দেওয়ার

ব্যবস্থা করেন। এসময় পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শফিরুল ইসলাম।

মারা গেলেন কালীগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক রাজ্জাক

ঝিনাইদহের কালীঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক এবং মোবারকগঞ্জ চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিশ্বাস আব্দুর রাজ্জাক (৬২) মারা গেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বৃহষ্পতিবার রাত ১২ টায় মারা যান।

সাংবাদিক আব্দুর রাজ্জাক দীর্ঘ ৪০ বছরের সাংবাদিকতার জীবনে, দৈনিক আজাদ, ইত্তেফাক, আজকের কাগজ, পূর্বাঞ্চাল পত্রিকায় কালীগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। সর্বশেষ তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত খোলাকাগজের কালীগঞ্জ প্রতিনিধি ছিলেন।

তিনি মোবারকগঞ্জ চিনিকলের ভান্ডার কর্মকর্তা পদ থেকে গত এক বছর আগে অবসরে যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

শুক্রবার বাদ জুম্মা সরকারি ভূষণ স্কুল মাঠে তার জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, জানাযার কালীগঞ্জের সকল সাংবাদিক, মোবারক গঞ্জ সুগারমিল এর কর্মচারী কর্মকর্তা সহ কালীগঞ্জ সকল স্তরের মানুষ যোগ দেন।

সাংবাদিক আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন ঝিনাইদহ -৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার, কালীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিক ঠান্ডু, কালীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানসহ শিবলী নোমানী কালীগঞ্জের বিশিষ্ট জনেরা।

[redacted]

[redacted]

জোর করে বাড়ি দখল করার পর থেকে সুলতান বাড়ির বিভিন্ন ফলজ গাছপালা কেটে বিক্রি করে দিচ্ছেন। সুলতান আহম্মেদের বোন লাইলা বানু বলেন, চুয়াডাঙ্গার দক্ষিণ হাসপাতালপাড়ার বাড়িতে আমার পিতা তার জীবদ্দশায় আম, লিচু, কাঠালসহ বিভিন্ন ধরণের গাছ রোপন করেন। সেই গাছ এখন বড় হয়েছে। কয়েকদিন ধরে সুলতান বাড়ির সেইসব গাছপালা কেটে বিক্রি করে দিচ্ছে। এভাবে সুলতান অন্তত এক লাখ টাকার গাছপালা বিক্রি করে দিয়েছে।